বাংলা গদ্য ও প্রবন্ধের বিকাশে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অবদান

উন্নত ভাষা একটি জাতির উৎকর্ষের নির্ণায়ক ; সেদিক থেকে বাঙালির সভ্যতা ও সংস্কৃতির ক্রমোন্নয়নে বাংলা ভাষার অবদানও অনস্বীকার্য। আর সেই বাংলা ভাষার আদর্শ রূপনির্মাণে পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের অনুকরণীয় উদ্যোগ-পরিকল্পনা সপ্রকাশে উল্লেখের দাবী রাখে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলেছেন : "বিদ্যাসাগর, বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।... তিনিই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।" বাংলা গদ্যে লেখকের বক্তব্যকে সাবলীল ও সুশৃঙ্খল রূপে পরিবেশনার মৌলিক কৌশলটি বিদ্যাসাগরই উদ্ভাবন করেন। বাংলা গদ্যভাষার নান্দনিক রূপদান, তার আধুনিক স্বরূপটির যথাযথ প্রকাশ তো বিদ্যাসাগরের হাতেই সুসম্পন্ন হয়। বিদগ্ধ ভাষাবিদ্ সুকুমার সেনের মতে "পূর্ববর্তী গদ্যভঙ্গিতে বিভিন্ন ধরনের একাধিক বাক্য সংযোজক অব্যয়ের দ্বারা গ্রথিত হইত।... বিদ্যাসাগর আনিলেন লালিত্য ও নমনীয়তা। ঊনবিংশ শতাব্দীর গদ্য লেখকদিগের মধ্যে বিদ্যাসাগর বাঙ্গালা গদ্যের বিশিষ্ট চাল বা তালটি (rhythm) ধরিতে পারিয়াছিলেন।"

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনাসমূহকে আমরা নিম্নলিখিতভাবে বিন্যস্ত করতে পারি :

বিষয়	রচনার নাম	সময়
অনুবাদ	i) বেতাল পঞ্চবিংশতি	১৮৪৭
	ii) বাঙ্গালার ইতিহাস (দ্বিতীয় ভাগ)	১৮৪৮
	iii) জীবনচরিত	১৮৪৯
	iv) বোধোদয়	১৮৫১
	v) শকুন্তলা	১৮৫৪
	vi) চরিতাবলী	১৮৫৬
	vii) সীতার বনবাস	১৮৬০
	viii) ভ্রান্তিবিলাস	১৮৬৯
শিশুশিক্ষা	i) বর্ণপরিচয় (১ম ও ২য় ভাগ)	১৮৫৫
	ii) কথামালা	১৮৫৬
সাহিত্য সমালোচনা ও বিতর্কমূলক	i) সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব	১৮৫৩
	ii) বিধবা বিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব	১৮৫৫
	iii) বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, প্রথম খণ্ড	১৮৭১

বিষয়	রচনার নাম	
সাহিত্যসমালোচনা ও বিতর্কমূলক	বাল্যবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, দ্বিতীয় খণ্ড	১৮৭৩
মৌলিক রচনা	i) ভ্রান্তিবিলাস ii) রত্নপরীক্ষা iii) প্রভাবতী সম্ভাষণ iv) বিদ্যাসাগর-চরিত	১৮৮৪ ১৮৮৬ ১৮৬৩ (আনুমানিক) ১৮৯১
ব্যঙ্গ রচনা	i) অতি অল্প হইল ii) আবার অতি অল্প হইল	১৮৭৩ ১৮৭৩
সম্পাদিত গ্রন্থ	i) অন্নদামঙ্গল ii) কিরাতার্জুনীয়ম্ iii) রঘুবংশম্ iv) মেঘদূতম প্রভৃতি	১৮৪৭ ১৮৫৩ ১৮৫৩ ১৮৬৯

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' বিদ্যাসাগরের প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি হিন্দি 'বৈতাল পচিসী'র অনুবাদ। ঈশ্বরচন্দ্র মূল 'বৈতাল পচিসী'র আক্ষরিক অনুবাদ করলেও এর ভাষাভঙ্গিমা, রুচির শালীনতা সমকালীন বাঙালিমানসকে অচিরেই আপ্লুত করেছিল। বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বাঙ্গালার ইতিহাস', দ্বিতীয় ভাগ। সাম্প্রতিক গ্রন্থটিতে মার্শম্যানের 'Outlines of the History of Bengal, Complied for the use of Youths of India'র অনুসরণ দেখা যায়। তাঁর তৃতীয় গ্রন্থ জীবনচরিত চেম্বার্সের Biography অবলম্বনে রচিত। একাধিক ইংরেজি গ্রন্থ অবলম্বনে বিদ্যাসাগর রচনা করেন 'বোধোদয়'। পাঠ্যপুস্তক হিসেবে গ্রন্থটি বিশেষ সমাদর লাভ করে। বত্রিশ বছরের মধ্যে এই গ্রন্থের একাশিটি সংস্করণ ছাপা হয়। কবি কালিদাস রচিত 'অভিজ্ঞানশকুন্তলম্' অবলম্বনে বিদ্যাসাগর রচনা করেন 'শকুন্তলা'। বলা বাহুল্য, আখ্যায়িকা হিসেবে শকুন্তলা তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ রচনা। ভবভূতির 'উত্তররামচরিত'-এর প্রথম দু' অঙ্ক এবং বাল্মীকির রামায়ণ অবলম্বনে 'সীতার বনবাস' এবং মহাকবি শেকসপীয়রের 'Comedy of Errors' প্রহসনের আখ্যায়িকাকে কেন্দ্র করে 'ভ্রান্তিবিলাস' ও বিদ্যাসাগরের অসামান্য দুই দৃষ্টান্ত।

'বর্ণপরিচয়' ঈশ্বরচন্দ্রের আর এক অনবদ্য সৃজন, রবীন্দ্রনাথের কাছে এই শিশুপাঠ্য গ্রন্থের 'জল পড়ে পাতা নড়ে' 'আদিকবির মেঘদূত' বলেই মনে হয়। ঈশপের গল্প (Aesops Fables) অবলম্বনে বিদ্যাসাগর রচনা